দৈনিক খবর

তারিখ 2 0 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

দারিদ্র্য দূরীকরণে সার্ককে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে হবে

● সৈয়দ নাজমুদ্দিন হাশিম ●

উক্ত আশাবাদ নিয়ে সার্ক-এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। আশাবাদের কারণ হল আঞ্চলিক সহযোগিতা ক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ঘোষিত রাজনৈতিক অঙ্গীকার। অপরদিকে সার্কের সাতটি সদস্য রাষ্ট্রের অনেকের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক মতভেদের কারণে আশংকাও রয়েছে প্রচুর। পরাশক্তির বৈরিতার অনুপস্থিতি এবং স্নায়ু-যুদ্ধের অবসানের ফলে একটি মাত্র প্রভাবশালী শক্তি কেন্দ্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সীমিত সম্পদ ভিত্তি এবং প্রান্তীয় ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সার্কভুক্ত দেশগুলো শিল্প সমৃদ্ধ দেশসমূহের প্রাধিকার তালিকায় খুব একটা উচ্চ স্থান অধিকার করতে পারবে বলে মনে হয় না। সম্ভাব্য বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণের প্রেক্ষিতে এসব শিল্পোন্নত দেশের সাশ্রয়কৃত সম্পদ শান্তি-মূল্য অধিকতর আকর্ষণীয় লক্ষ্যস্থলে বিনিয়োজিত হবে বলে মনে হয়। আর এটা এমন এক সময়ে ঘটছে যখন আভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতা এবং বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের কারণে সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার সকল রাষ্ট্র বাজার অর্থনীতির দিকে ঝুঁকছে এবং কষ্টকর পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধন করছে, যার ফলে প্রায়ই প্রচুর সামাজিক মূল্য দিতে হয়েছে, কিন্তু তদানুযায়ী সামাজিক উন্নয়ন হয়নি। তাই এতে কোন উল্লাসের অবকাশ নেই, বরং অবকাশ রয়েছে সতর্ক আশাবাদের। সমালোচকরা এই মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, ১৯৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম শীর্ষ সম্মেলন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত নির্ধারিত প্রযুক্তিগত, শিক্ষাগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কষ্টকর শ্রমলব্ধ যৎসামান্য অগ্রগতি ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই অর্জিত হয়নি।

ইতিহাসের জের

প্রেম ভাটিয়ার 'ইতিহাসের জের' এখনও সদস্য দেশসমূহের সম্পর্ক শুধু তিক্তই করে রাখেনি বরং পারস্পরিক সন্দেহ এবং বিদ্বেষকে উত্তরাধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে। সাধারণ কল্যাণের লক্ষ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্ভাবনা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও নেপাল সফরের মাধ্যমে একটি সহযোগিতা সংস্থা গঠনের যে উদ্যোগ নেন তাও এর ফলে এ ব্যাপারে কতিপয় সরকার/ রাষ্ট্রপ্রধান প্রাথমিক যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন তাতেও এই আশংকার প্রতিফলন ঘটে। আরও উল্লেখ করা হয় যে আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে একটি পরিণতি লাভের উদ্দেশ্যে সতর্ক ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতির ওপর ভিত্তি করে অগ্রসর হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে, "বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়ার্কিং পেপারে এই মন্তব্য করা হয়। ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক সনদ গৃহীত হয়- সে সম্মেলনেও এই উদ্বেগ চাপা থাকেনি।" এই অঞ্চলে 'শান্তি, স্থিতিশীলতা, মৈত্রী ও প্রগতির' উন্নয়ন প্রস্তাব করার সাথে সাথে এতে (সার্ক সনদে) বিশেষভাবে "সার্বভৌম সমতা নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, আঞ্চলিক সংহতি, জাতীয় স্বাধীনতা, শক্তি ব্যবহার না করা, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের" ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সনদের নীতিসমূহে উল্লেখ করা হয় যে, সংস্থার (সার্ক) কাঠামোর অভ্যন্তরে সহযোগিতা উপরোক্ত বর্ণিত শর্তাবলীর ওপর ভিত্তি করে রচিত হবে এবং এতে জোর দিয়ে বলা হয় যে, এ ধরনের সহযোগিতা "দ্বিপাক্ষিক বা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকল্প হবে না।" এই পারস্পরিক সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকার জন্যে ১০ নং বিধির "সাধারণ প্রভিশন"-এ উল্লেখ রয়েছেঃ

১। সর্ব পর্যায়ে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতির ভিত্তিতে গৃহীত হতে হবে এবং

২। দ্বিপাক্ষিক এবং বিতর্কমূলক বিষয় আলোচনার বাইরে রাখতেহবে।

আমাদের যৌথ উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত তিক্ততা উপমহাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে হ্রাস পাওয়া উচিত হলেও বাস্তবে তা হয়নি। ১৯৮৫ সালে সার্কের উদ্বোধনকালে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক অভিধায় কোন সামঞ্জস্য ছিল না, যার ওপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক আদর্শগত, নিরাপত্তামূলক ও পররাষ্ট্রনীতি অনুধাবন সম্ভব হয়। শুধু ভারত ও শ্রীলংকায় সংসদীয় গণতন্ত্র চালু ছিল, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে ছিল সামরিক শাসন আর নেপাল এবং ভুটানে ছিল নিরংকুশ বংশগত রাজতন্ত্র। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও নেপালে বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তানও রাজনীতিতে ব্যাপক সামরিক উপস্থিতির প্রাধান্য থেকে সরে এসেছে। ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে তিন বিঘা করিডোর হস্তান্তর এবং স্থলবেষ্টিত নেপালের ওপর ভারতের দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ প্রত্যাহার হওয়ার মতো দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমাধানে অগ্রগতি হলেও সম্প্রতি অপরাপর তিক্ততা প্রকাশ পাচ্ছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে 'পুশ ব্যাক পুশ ইন' সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রায় একই ধরনের কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে মারাত্মক বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে নেপাল ও ভুটানের মধ্যে এবং তা হয়েছে প্রায় ১০,০০০ নেপালী ভাষাভাষীর স্থানচ্যুতির কারণে। জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের নীতিমালায় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ম চালু থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান কর্তৃক সাম্প্রতিক জাকার্তা সম্মেলনে কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপনের প্রেক্ষিতে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সমস্যা সমাধান এবং দ্বিপাক্ষিক সমস্যা আলোচনার বাইরে রাখা সম্পর্কিত সার্ক সিদ্ধান্ত খুবই নাজুক হয়ে পড়েছে এবং সার্কের পাতলা আবরণে চিড় ধরার আশংকা সৃষ্টি করেছে। অযোধ্যার মন্দির-মসজিদ বিরোধের মত অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা রাষ্ট্রসমূহের সীমানা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা প্রবল। দক্ষিণ এশিয়াকে পরমাণু অস্ত্র মুক্ত এলাকা রাখার পাকিস্তান-বাংলাদেশ যৌথ প্রস্তাব সার্কের দুর্বল ঐক্যের ওপর আর এক আঘাত হিসেবে দেখা দিয়েছে। জাতিসংঘ রাজনৈতিক কমিটিতে ঐ প্রস্তাব ১১৭-২ ভোটে সমর্থিত হয়। প্রস্তাবের বিরোধিতাকারী দু' সদস্য হচ্ছে সার্কের সদস্য ভারত ও ভুটান।

ডঃ আতিউর রহমান তাঁর "পলিটিক্যাল ইকনমি অব সার্ক" (১৯৮৫) গ্রন্থে এই আঞ্চলিক সংস্থার ঐক্য ও পৈরিত্ব বিশ্লেষণ করে এই মর্মে মতামত প্রকাশ করেছেন যে, সহযোগিতার জন্যে যে চারটি মৌল রাজনৈতিক উপাদান প্রয়োজন তার কোনটিই এখানেবর্তমাননেই।

উপাদানগুলো হচ্ছেঃ

ক। সাধারণ ভীতির ধারণা,

খ। অনুরূপ আদর্শগত/ রাজনৈতিক ধারণা,

গ। সমান্তরাল পররাষ্ট্রনীতি এবং

ঘ। প্রধান শক্তি তথা ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে ঐকমত্য।

নতুন কর্মসূচীর প্রতি আলোকপাত

মাঝে মধ্যে দুর্ভিক্ষসহ আমাদের এই অঞ্চলটি দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিষ্পেষিত হওয়ার ইতিহাস বহুদিনের। যীশুখৃষ্টের জন্মের চারশ' বছর আগে (মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমলে) গ্রীক রাজ সেলিউকাসের প্রেরিত দূত মেগাসথিনিস যদিও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছিলেন, ভারতে দুর্ভিক্ষ শব্দটি সম্পূর্ণ অপরিচিত তথাপি ঐ বক্তব্য এখন অর্থহীন। খৃষ্টপূর্ব ৩ শতকে পুন্ড্র নগরে (বর্তমানে বগুড়া শহরের কাছে মহাস্থানগড়ে) প্রাপ্ত বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপিতে খোদাই করা তথ্যে অবশ্য অন্য কথা প্রকাশ পায়। মৌর্য সম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় মুখ্য প্রশাসককে লেখা এক নির্দেশে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণকে রাজকীয় কোষাগার থেকে ধন ও নগদ অর্থ ঋণ হিসেবে দিয়ে সুদিনে আদায় করে নেয়ার মাধ্যমে জনগণের ব্যাপক ভিত্তিক দুর্দশা লাঘবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৭৭০ সালে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং এতে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মারা